মহানায়কের মহাপ্রস্থান

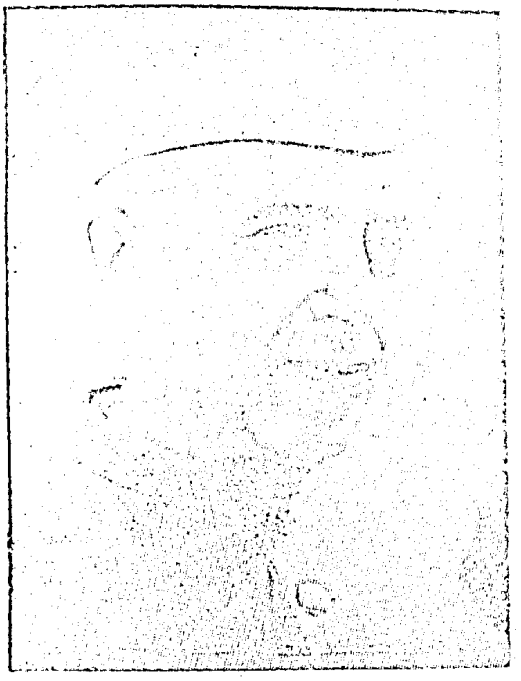

শ্রীআদিত্যনাথ দাস প্রণীত

—প্রাপ্তিস্থান—

ভারতী সাহিত্য মন্দির

১৬৮/১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য—সাত নয়া পয়সা।

মহা-নির্ব্বাণ

মহাশোকের ঝড় বয়ে যায়—কান্নায় ফাটিয়া পড়ে দেশ,
নেহরুজীর অকস্মাৎ মৃত্যুতে শোকের নাইরে শেষ।
শোকাচ্ছন্ন হ'ল দিল্লী নগরী—মৃত্যু বার্ত্তা যেই রটে,
শোকে মূহ্যমাণ হ'ল ভারতবাসী কিবা সর্ব্বনাশ ঘটে।
স্তব্ধ হয়ে যায় শুনি বার্ত্তা ভীষণ বিশ্ববাসী সবে,
ভাবে, বিশ্বশান্তির মহান নেতা চলে গেল এবে।
সাতাশে মে সকাল ছয়টায় নেহরু অসুস্থ হয়ে যান,
আট ঘণ্টা অজ্ঞান থাকি' বাহির হয়ে যায় প্রাণ।
সেবায় রত ছিল ইন্দিরা একমাত্র কন্যা তাঁর,
পিতার মৃত্যুতে আছাড়ি পড়ি' করে হাহাকার।
মৃত্যু-শয্যা পাশে ছিলেন যত মন্ত্রীসভার সদস্যগণ,
তাঁরাও মস্তক অবনত করি' কাঁদেন অনুক্ষণ।
আসিলেন পরে বিজয়লক্ষ্মী ভ্রাতার বক্ষ 'পরে,
ঝাঁপিয়ে পড়ি কাঁদেন আর ললাট চুম্বন করে।
কাঁদিছে ভারত, কাঁদিছে জগৎ বিশ্ব-চরাচর,
শান্তির পারাবতের মৃত্যুতে সবাই যে কাতর।
বিশ্বশান্তি তরে নেহরুর ত্যাগের ছিল না শেষ,
তাই, বিশ্ববাসী শ্রদ্ধাভরে পূজিত তাঁকে বেশ।
ভারত মাতার কপাল ভেঙেছে—চলে গেছে সু-সন্তান,
চরম সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে বিধি কেড়ে ল'য়ে মহা-প্রাণ।
ও যে ভারত মাতার আদরের সন্তান পৃথিবীর গর্ব্বের ধন,
বিশ্ব-মানব-কুল যাঁর সংস্পর্শে আসি' মুগ্ধ অণুক্ষণ।

—দুই—

যাঁর আলোকে উদ্ভাসিত সারা ভারতবর্ষ,
বিশ্বজনীন যাঁর অলোকপাতে করে উঠিত হর্ষ।
সে যে চলে গেছে নিভিয়ে আলো—নাইরে আর নাই,
ঘনান্ধকারে ভরিল ভারত—বিশ্বও মলিন হ'ল তাই।
কেঁদোনা ভারত—হয়োনা হতাশ মুছে ফেল আঁখি জল,
নেহেরুজী আজ চলে গেছে ছাড়ি' পাপপূর্ণ ধরাতল।
চলে গেছে বীর হ'য়ে নীরব গম্ভীর ফেলে গেছে শত কাজ,
বলে গেছে নীরবে শান্তির পথে সমস্যা মিটাবে সবে আজ।
চলে যায় ওই মহান্ আত্মা—চেয়ে দেখ আকাশ শিরে,
মহামানবের হস্তে শান্তির পতকা উড়িছে ধীরে ধীরে।
সব হ'ল শেষ ভারত শ্মশানে নেহরু পুড়ে ছাই,
সেই ছাই অঙ্গে মাখ সবে রঙ্গে ভারতবাসী ভাই।
ভারতের জলে ভারতের স্থলে, ভারতের আকাশময়,
জহরলালের প্রতি পরমাণু মিশে যেন সদা রয়।

দীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী নেহরু আর ইহজগতে নাই। ২৭শে মে অপরাহ্ণ দুই ঘটিকা ভারতীয় ইতিহাসে একটি চরম অশুভ মুহূর্ত বলিয়া চিহ্নিত হইয়া থাকিবে। ঐ সময় জাতি ইহার মহান হিতাকাঙ্ক্ষী ও নবভারতের স্রষ্টা নেহরুজীকে হারাইয়াছে। অর্ধশতাব্দীরও অধিক সময়ব্যাপী যিনি নবভারত ও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গঠনে তাঁহার নিজস্ব মতে অবিচলিত থাকিয়া কাজ করিয়া গিয়াছেন এবং যাঁহার স্থান জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ঠিক পরেই ছিল—তিনি আজ আর আমাদের মধ্যে নাই।

জীবনের পথ পরিক্রমা

১৮৮৯, ১৪ই, নভেম্বর, জন্মস্থান এলাহবাদ শহর। পিতা—মতিলাল নেহরু। মাতা স্বরূপরাণী নেহেরু।

১৯০৫ মে, বিপরিত যাত্রা। হ্যারোতে ভর্ত্তি। ১৯৫৭—অক্টোবর মাসে কেব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান। ১৯১০ সালে প্রকৃতি বিজ্ঞানে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স লাভ। ১৯১২ সালে ব্যারিষ্টারী পাশ ও ভারতে প্রত্যবর্তন।

১৯১৬ সালে লক্ষ্মৌতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান। গান্ধীজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। শ্রীমতী কমলা সাউরের সঙ্গে বিয়ে।

১৯১৮ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস মমিটির সদস্যরূপে মনোনীত।

১৯২২ মে, প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত আগমনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে কারাবরণ। ১৯২২ এর আগষ্ট মাসে মুক্তি লাভ।

১৯২২ অক্টোবর মাসে বিদেশী বস্ত্র বয়কট উপলক্ষে পুনরায় গ্রেপ্তার।

১৯২৩ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নির্ব্বাচিত। আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে গ্রেপ্তার বরণ।

১৯২৭ ডিসেম্বরে—মাদ্রাজ কংগ্রেস অধিবেশনে স্বাধীনতার দাবী পেশ। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত।

১৯২৯ সালে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত।

১৯৩০ এপ্রিল—লবণ সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণ করে ৬ মাস কারাদণ্ড লাভ।

১৯৩১, ৬ই ফেব্রুয়ারী পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর দেহাবসান।

১৯৩১ ডিসেম্বর—উত্তরপ্রদেশের ভূমি আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে গ্রেপ্তার বরণ ও দুই বছরের কারাদণ্ড লাভ।

১৯৩৪, ১৬ই ফেব্রুয়ারী—কলিকাতায় 'আপত্তিকর বক্তৃতা' দানের জন্য দুই বছরের কারাদণ্ড।

১৯৩৪, ১১ই আগষ্ট—কমলা নেহেরুর কঠিন পীড়ার জন্যে ১১ দিনের জন্যে জেল থেকে ছুটী।

১৯৩৬, ২৮শে ফেব্রুয়ারী—সুইজারল্যাণ্ডে কমলা নেহেরুর মৃত্যু।

১৯৩৬ ডিসেম্বর—নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত।

১৯৩৭—জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে পুনর্নিয়োগ।

১৯৪০—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনায় ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণ করে কারাবরণ।

১৯৪১—জেলের মেয়াদ শেষ হবার পূর্ব্বেই মুক্তিলাভ।

১৯৪২—বিখ্যাত 'আগষ্ট বিপ্লব' সুরু হওয়ার প্রাক্কালে গ্রেপ্তার বরণ।

১৯৪৫—তিন বছর পরে বন্দিদশা থেকে মুক্তিলাভ।

১৯৪৫—আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বীর সেনানীদের বিচার। শ্রীনেহরুর সওয়াল।

১৯৪৬—জুলাই—চতুর্থবারের জন্য নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত।

১৯৪৬ সেপ্টেম্বর—দিল্লীতে অন্তবর্তী সরকারে যোগদান।

১৯৪৭ মার্চ্চ—নয়াদিল্লীতে এশিয়া সম্মেলন আহ্বান।

১৯৪৭, ১৫ই আগষ্ট—ভারত বিভাগ। বিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা লাভ। স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আসন গ্রহণ।

১৯৫০ মে—পাক-ভারত বিরোধ অবসানের উদ্দেশ্যে করাচী যাত্রা। নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি।

১৯৫১ অক্টোবর—নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের নয়াদিল্লী অধিবেশন। সভাপতির ভাষণ।

১৯৫৩ এপ্রিল—ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা।

—পাঁচ—

১৯৫৪ জুলাই—নেহরু কর্তৃক পাঞ্জাবে ভাক্‌রা নাঙ্গাল বাঁধের উদ্বোধন।

১৯৫৪, অক্টোবর—ডাকটিকিট শতবার্ষিকী (১৮৫৪—১৯৫৪) এর উদ্বোধন। চীন যাত্রা। পথে উত্তর ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট হো-চি-মিনের সহিত সাক্ষাৎ। নেহেরু ও চু এন-লাই যুক্ত বিবৃতি পঞ্চশীলের ঘোষণা।

১৯৫৫, এপ্রিল—ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং শহরে এশিয়া ও আফ্রিকার ২৯ টি রাষ্ট্রের সম্মেলন। নেহরুর অংশ গ্রহণ ও ভাষণ দান।

১৯৫৫, জুন—'মিত্রতা কি যাত্রা' নেহরুর সোভিয়েট দেশ ও পূর্ব ইউরোপ সফর।

১৯৫৫, ডিসেম্বর—নয়াদিল্লীতে নেহরু কর্তৃক ক্রুশ্চফ ও বুলগানিনের সম্বর্ধনা।

১৯৫৬, আগষ্ট—লোকসভায় নেহরু কর্তৃক বৃটেন ও ফরাসী সুয়েজ খাল এলাকা আক্রমণের তীব্র নিন্দা।

১৯৫৭, এপ্রিল—দ্বিতীয় সাধারণ নির্ব্বাচনের পর কংগ্রেস দলের নেতা হিসাবে শ্রীনেহরুর মন্ত্রীসভা গঠন।

১৯৫৭, এপ্রিল—স্বাধীনতা সংগ্রাম শতবার্ষিকী উৎসবে শ্রীনেহরুর ভাষণ।

১৯৫৭, সেপ্‌টেম্বর—দামোদর ভ্যালি করপোরেশন ও মাইথন বাঁধের উদ্বোধন।

১৯৫৮, ফেব্রুয়ারী—নয়াদিল্লীতে উত্তর ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট হো-চি-মিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

১৯৫৮, মে—দিল্লীতে তুরস্কের: প্রধানমন্ত্রী মিঃ মেণ্ডারেস ও শ্রীনেহরু সাক্ষাৎকার।

১৯৫৮, সেপ্‌টেম্বর—দিল্লীতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খাঁ নূনের সঙ্গে আলোচনা ও সীমান্ত বিষয়ক যুক্ত ইস্তাহার।

১৯৫৯, জানুয়ারী—তিব্বতের দলাইলামার ভারত প্রবেশ। নেহরু কর্তৃক ভারত আশ্রয়দানের কথা ঘোষণা।

১৯৫৯, সেপ্‌টেম্বর—চীন সরকার ম্যাক ম্যাহন লাইনকে ভারত চীন আন্তর্জ্জাতিক সীমারেখা বলে মেনে নিতে রাজী নন বলে নেহরুর নিকট চীনের প্রধানমন্ত্রী চু এন-লাইয়ের পত্র।

১৯৫৯, নভেম্বর—চীন-ভারত সীমানা নির্দ্দেশে ম্যাকম্যাহন লাইনের

রতে উভয় পক্ষের সৈন্য সরিয়ে নিতে রাজি হ'য়ে চীনের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শ্রীনেহরুকে পত্র প্রদান।

১৯৬০—মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ারের ভারত ভ্রমণ। দিল্লীতে নেহরুর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা।

১৯৬০ মে—লণ্ডন যাত্রা।

১৯৬০, মে—কায়রোতে নেহরু—নাসের আলোচনা।

১৯৬০, সেপ্‌টেম্বর—শ্রীনেহরুর পশ্চিম পাকিস্তান ভ্রমণ। সিন্ধু নদের জলচুক্তিতে স্বাক্ষর দান।

১৯৬০, সেপ্‌টেম্বর—রাষ্ট্র সভার সাধারণ অধিবেশনে যোগদানের জন্য নিউইয়র্ক যাত্রা। আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টায় বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ।

১৯৬০, অক্টোবর—ভারত এখনও তার আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা পায় নি বলে রায়পুর কংগ্রেস অধিবেশনে ঘোষণা।

১৯৬০-১৯৬১, মার্চ্চ—কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যোগ দিতে লণ্ডন যাত্রা।

১৯৬১, সেপ্‌টেম্বর—বেলগ্রেডে নিরপেক্ষ শীর্ষসম্মেলনে যোগদান।

১৯৬১, নবেম্বর—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো সফর।

১৯৬২, এপ্রিল—তৃতীয় সাধারণ নির্ব্বাচনের পর তৃতীয়বার ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

১৯৬২, মে—আকস্মিক অসুস্থতা, রোগমুক্তির পর বিশ্রাম লইতে কাশ্মীর যাত্রা।

১৯৬২, সেপ্‌টেম্বর—কলম্বো যাত্রা, চীনকে ভারতভূমি হইতে বিতাড়নের কড়া হুকুম।

১৯৬২, সেপ্‌টেম্বর—কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যোগ দিতে লণ্ডন যাত্রা।

১৯৬২, অক্টোবর—চীনের ভারত আক্রমণ, নেহরুর নূতন ভূমিকা।

১৯৬৩, আগষ্ট—কামরাজ পরিকল্পনায় নেহরুর আগ্রহ।

১৯৬৪, জানুয়ারী—ভুবনেশ্বর কংগ্রেসে অসুস্থতা।

১৯৬৪, ২২শে মে—দীর্ঘকাল পর নেহরুর সাংবাদিক সম্মেলন।

সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস—কলিকাতা-৬

ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রেজিঃ

কালমাণিক পোষ্টাই—ব্যবহারে অম্ল, অজীর্ণ, কোষ্ঠ-বদ্ধতা, পেটের ব্যাথা, লিভার দোষ, মেহ, প্রমেহ, ঘন ঘন প্রস্রাব, ও প্রস্রাব-সংক্রান্ত যাবতীয় রোগ দূরিভূত করিয়া দৈহিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে এবং সর্দ্দি কাশীতে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকদিগের বাধক, সূতিকা, ও প্রদর-রোগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

মূল্য—প্রতি ১ কৌটা ১·১২ নঃ পঃ মাত্র।

বিঃ-দ্রঃ—তিন কৌটার কম ভিঃ পিঃ করা হয় না। অগ্রিম ২৲ তুই টাকা ডাক যোগে না পাঠাইলে ভিঃ পিঃ করা হয় না, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। রিপ্লাই কার্ড না পাঠাইলে কোন পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না।

—প্রাপ্তিস্থান—

নিউ বেঙ্গল ফার্ম্মেসী

১৬৮।১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬

[লিবার্টি সিনেমার নিকটে]